দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 SEP 1993
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

১৯৯৩ সালে জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে কুমিল্লা জিলা স্কুল। সম্প্রতি ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ স্কুলটিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয় পদক প্রদান করেন।

শ্রেষ্ঠত্ব কিসে ? কুমিল্লা জেলা স্কুল কেন অন্যান্য স্কুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ- এ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন, এর মনোরম পরিবেশ, শিক্ষার মান, শিক্ষক/শিক্ষিকার দক্ষতা, সুষ্ঠু পরিচালনা, নিয়মানুবর্তিতা, সহপাঠ্যক্রম ব্যবস্থা, সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিগত তিন বৎসরের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল ইত্যাদি বিষয়গুলোই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে বিচারকগণের সুবিবেচনা লাভে সমর্থ হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার কথা : আজ থেকে দেড় শতাধিক বৎসর আগে ইংরেজী ১৮৩৭ সালে কুমিল্লা জিলা স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন বৃটিশ শাসন আমলে এই অঞ্চলটি যখন ইংরেজী শিক্ষায় অনেক পিছনে অবস্থান করছিল তখন ত্রিপুরা জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান কেরাণী হেনরী জর্জ লেসিস্টার প্রধান শিক্ষক হিসেবে ১৯৩৭ সালের ২০শে জুলাই মাত্র ৩৭ জন ছাত্র ও ৪ জন শিক্ষক নিয়ে কুমিল্লা শহরের ধর্ম সাগরের পূর্ব পার্শ্বে এক বাংলোতে স্কুলটি শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে এটি সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। ১৯৬২ সালে প্রবল ঝড়ে স্কুলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলে সেখানে পাকা বিল্ডিং তৈরী হয়। বর্তমান অফিস ভবনটি তৈরী হয় ১৯৮৮ সালে। শহরের কেন্দ্রস্থলে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত দেড় শতাধিক বৎসরের পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষা বর্ষের শুরু থেকে পূর্ণোদ্যমে শ্রেণীর পাঠদান, সারা বৎসরের জন্য পাঠক্রম নির্ধারণ, নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রভৃতি। এই স্কুলে বৎসরে তিনটি পরীক্ষা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া স্কুলটির সুযোগ্য ও দায়িত্বশীল শিক্ষকমন্ডলীর অকৃত্রিম চেষ্টার ফলে স্কুলের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখাপড়ার মান : প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কুমিল্লা জিলা স্কুলের লেখাপড়ার মান পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্কুলের চাইতে উন্নত ও প্রশংসনীয়। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে শহরের অপরাপর স্কুলের লেখাপড়ার পরিবেশের অবনতি হলেও এই স্কুলের শিক্ষকমন্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টায় স্কুলটিতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সব সময় অটুট থেকেছে। যার ফলে ইতিপূর্বে দু'বার এটি শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এর প্রধান শিক্ষকও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। এই স্কুল হতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শীর্ষস্থানসহ মেধা তালিকায় বিভিন্ন স্থান অধিকার করে থাকে। গত তিন বৎসর ধরে শতকরা একশত ভাগ ছাত্রই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই স্কুল থেকে ১৯৯০ সালে মেধা তালিকায় ১ম, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১৬শ স্থান অর্জন করেছে। ১৯৯১ সালে ১৪শ, ১৮শ স্থান ও ১৯৯২ সালে ৪র্থ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ২০শ, স্থান লাভ করেছে। প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাতে ও এই স্কুলের ছাত্ররা বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

সহপাঠ্যক্রম প্রসঙ্গে : শুধু লেখাপড়াই নয় এর পাশাপাশি সহ পাঠ্যক্রম-এর ক্ষেত্রে এর ছাত্ররা পিছিয়ে নেই। স্কুলে প্রতি বৎসর নিয়মিত বার্ষিক মিলাদ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই স্কুলের ছাত্ররা থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে এবং পুরস্কার লাভ করে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করে আসছে। স্কুলের শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য উপরের ক্লাশের ছাত্ররা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর শিক্ষা সফরে যায়।

ডবল শিফট : ১৯৯১ শিক্ষা বর্ষ থেকে স্কুলে ২ শিফট চালু করা হয়েছে। উভয় শিফটে ১৪টি করে শাখা রয়েছে। বর্তমানে দুইটি শিফটে ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৬১২ জন ছাত্র রয়েছে। উভয় শিফটের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য ১ জন প্রধান শিক্ষক, প্রতি শিফটের জন্য ১ জন করে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ২৪ জন সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে।

সমস্যাসমূহ : দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত কুমিল্লা জিলা স্কুলেও নানারকম সমস্যা রয়েছে। এখানে প্রভাতী শিফটের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি বর্তমানে শূন্য রয়েছে। প্রভাতী শিফটের জন্য ১টি উচ্চমান সহকারী ও ১টি নিম্নমান সহকারীর পদ থাকলেও আজ পর্যন্ত উক্ত পদে কোন লোক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিয়েছে। স্কুলের আবাসিক ছাত্রদের জন্য ২০ সিটের একটি ছাত্রাবাস আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ছাত্রাবাসটি সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কোন মিলনায়তন না থাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। স্কুল প্রাঙ্গনে শিক্ষকদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট একটি বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরীয়ানের পদটি শূন্য। তাই ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটছে।

মুশতারী সুলতানা লুনা

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

৩য় বার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কুমিল্লা জিলা স্কুল